গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ১৭ সংখ্যা | ১৫ - ২১ জানুয়ারি ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

‘শহিদের অপূরিত কাজ কাঁধে তুলে নেব আমরা’

শপথ ধ্বনিত হল স্মরণ সমাবেশে

১১ জানুয়ারি এক অভূতপূর্ব সমাবেশের সাক্ষী থাকল দক্ষিণ ২৪ পরগণা। এ দিন এক বিরাট সমাবেশে সংগ্রামী এই জেলার গণআন্দোলনের ১৮৪ জন শহিদকে স্মরণ করল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)।

সদ্য স্বাধীন ভারতে একটা সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সুকঠিন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন শোষণমুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখা গুটিকয় তরুণ। ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল রূপ পেয়েছিল সেই স্বপ্ন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগরের মাটিতে জন্ম নিয়েছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল। ভারতের মাটিতে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে গিয়ে মার্কসবাদ- লেনিনবাদের বিশেষীকৃত রূপ দিয়েছিলেন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। তাঁর চিন্তার আলোকে কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সুযোগ্য সংগঠন পরিচালনা, সুবোধ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জেলার জয়নগর, কুলতলি, ক্যানিং, মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, গোসাবা, বাসন্তী, কাকদ্বীপ, নামখানা, বারুইপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় হাজার হাজার মানুষ চিনেছিলেন তাঁদের জীবনের সমস্যার প্রকৃত কারণটিকে। ভোট সর্বস্ব বুর্জোয়া রাজনীতির বদলে তাঁরা তুলে নিয়েছিলেন সমাজবদলের রাজনীতির ঝান্ডাটিকে।

যত দিন গেছে তৎকালীন কংগ্রেস শাসকদের মদতে জোতদার-জমিদারদের প্রবল অত্যাচার আর পুলিশের জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর একমাত্র শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। শুরুর দিন থেকেই দেশের সমস্ত শাসকদল আর কায়েমী স্বার্থের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে এই দলটি। দলের শুরুর সেই দিনগুলিতে কংগ্রেসী সরকার, জোতদার জমিদারদের আক্রমণে শহিদ হয়েছেন বহু এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মী। আবার সিপিএম রাজ্যে সরকারে এলে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সেই কংগ্রেসী নেতারাই

পাঁচের পাতায় দেখুন

১১ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বকুলতলা-নতুনহাটে বিশাল শহিদস্মরণ সমাবেশের একাংশ। ডানদিকে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করছেন জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ কৃষকদের দাবির ন্যায্যতারই প্রমাণ

আইন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে, ঘোষণা কৃষকদের

সংগ্রামী কৃষকদের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন এবং ইস্পাত-কঠিন মনোভাবের সামনে পিছু হঠার রাস্তা খুঁজতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্ট তিনটি কৃষি আইনে আপাতত স্থগিতাদেশ দিয়ে আইনগুলির বৈধতা খোঁজার জন্য কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। রায় শুনে কৃষক আন্দোলনের নেতারা জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই স্থগিতাদেশ কৃষকদের দাবির ন্যায্যতাই প্রমাণ করল। একই সাথে তাঁরা জানিয়েছেন, কোনও কমিটির কাছে কৃষকরা যাবেন না। আইনে কোনও স্থগিতাদেশ কৃষকদের দাবি পূরণ করবে না। আইন সম্পূর্ণ বাতিলই কৃষকদের একমাত্র দাবি। সুপ্রিম কোর্ট যে চারজনকে নিয়ে কমিটি গঠন করেছে তাঁরা সকলেই বিজেপি সরকারের কালা কৃষি আইনের সমর্থক। এতে সুপ্রিম কোর্ট এবং সরকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। আন্দোলনের অন্যতম নেতা, এআইকেকেএমএস-এর সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে কমরেড সত্যবান ও কমরেড শঙ্কর ঘোষ ১২ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। কৃষক নেতৃত্ব আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। চূড়ান্ত কর্মসূচি হিসাবে আগামী ২৬ জানুয়ারি লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টর নিয়ে দিল্লির রাস্তায় মার্চ করে কৃষক প্রজাতন্ত্র উদাযাপনই তাঁদের লক্ষ্য। এই কর্মসূচিকে সফল করতে দেশজুড়ে কৃষকরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি চালাচ্ছেন।

যে অসীম বীরত্বে দিল্লিতে কৃষকরা সংগ্রাম করছেন, ভারতের গণআন্দোলনের ইতিহাসে বোধ করি তার তুলনা নেই। শৌর্যে, বীর্যে, মহত্ত্বে, আত্মবলিদানের ক্ষমতায় এই সংগ্রাম অনন্য, অসাধারণ। বিজেপি সরকার ভেবেছিল, বশংবদ মিডিয়ার প্রচারের জোরে তারা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে পারবে, করোনার এই দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে তারা এই কথা কৃষকদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবে যে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

রায়গঞ্জে রেশন ডিলার ঘেরাও, দাবি আদায়

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ব্লকের মহারাজাহাটের ৩৩ নং রেশন ডিলার দীর্ঘদিন থেকে দরিদ্র আদিবাসী ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করে করোনা অতিমারির জন্য বরাদ্দ অতিরিক্ত ৫ কেজি করে চাল আত্মসাৎ করেছে। পরিবারে ৫ টি পিএইচএইচ বা এসপিএইচএইচ কার্ড থাকলে যেখানে চাল, গম বা আটা মিলিয়ে ৫০ কেজি খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার কথা, সেখানে ২০/২৫কেজি দেওয়া হত। গ্রাহকরা প্রতিবাদ করলে ডিলার গলা চড়িয়ে বলত, সরকার থেকেই কম দিয়েছে। গ্রাহকরা এই লুটের প্রতিবাদে অটল থাকলে ডিলার তাদের বিডিও অফিসে যেতে বলত। ঝামেলা এড়াতে সরল গ্রাহকরা কম নিয়েই বাড়ি ফিরতেন। গ্রামবাসীরা এআইকেকেএমএস সংগঠকদের বিষয়টি জানায়। সংগঠনের উদ্যোগে গ্রামবাসীদের নিয়ে তৈরি হয় কমিটি। ২৮ ডিসেম্বর কমিটির নেতৃত্বে বেলা ১১ টাথেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত ডিলারকে ঘেরাও করে রাখেন গ্রামবাসীরা। আন্দোলনের চাপে ডিলার দোষ স্বীকার করে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ২০০ কুইন্টাল গম ২০০টি পরিবারকে দিতে বাধ্য হয়। রাত ৩টা পর্যন্ত খাদ্যসামগ্রী বিতরণ চলে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবি আদায়ের এই ঘটনায় দরিদ্র গ্রামবাসীদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রামপুর অঞ্চল সভাপতি রাম হেমব্রম, মাধবীলতা পাল, লক্ষ্মীরাম টুডু, রুবিনা খাতুন প্রমুখ।

দাবি দিবস পালন করল এআইএমএসএস

৮ জানুয়ারি অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে দাবি দিবস পালিত হয় সারা রাজ্যে। শিয়ালদা কোলে মার্কেটের সামনে অবস্থানে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আন্দোলনরত কৃষকদের অবস্থানে যোগ দিতে দিল্লিতে গিয়েছিলেন এআইএমএসএস-এর সর্বভারতীয় নেত্রী মহুয়া নন্দ এবং সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অমিতা বাগ। তাঁরাও তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

এদিন সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে দাবি দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-কে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা গ্রহণ করেন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রভাতী গোস্বামী। এরপর বক্তব্য রাখেন এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে সুমনা গোস্বামী, কিরণময়ী মণ্ডল ও অত্রি গোস্বামী।

চুঁচুড়ায় আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

সরকারি প্রকল্পে আশা কর্মীদের নিয়োগ করে স্বয়ং সরকার। অথচ এই সরকারই তাঁদের স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দেয় না। দিনে ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয় আশা কর্মীদের। বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের পালস-পোলিও খাওয়ানো, গর্ভবতীদের পরিষেবা দেওয়া, এলাকায় কারও সর্দিকাশি হয়েছে কি না খোঁজ নেওয়া ইত্যাদি অসংখ্য কাজ করতে হয় তাঁদের। এতে পরিশ্রম এবং দায়িত্ব যতটা, পারিশ্রমিক বা সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন নেই। ফলে, উত্তরোত্তর ক্ষোভ বাড়ছে আশাকর্মীদের। বেতন বাড়ানো, স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা সহ বিভিন্ন দাবিতে ৪ জানুয়ারি হুগলিজেলা সিএমওএইচ দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। সিএমওএইচ এবং জেলাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবি এআইডিএসও-র

প্রায় সমস্ত কিছু স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে। অফিস আদালত দোকান বাজার প্রভৃতি খুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ রাজ্যের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস চালুর কোনও উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে দেখা যাচ্ছে না। পড়াশোনার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। এই অবস্থায় এ আই ডি এস ও কলকাতা জেলা সম্পাদক আবু সাঈদ অবিলম্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাস চালুর দাবি জানালেন।

জেলা সভাপতি সুমন দাস বলেন, ছাত্র আন্দোলনের চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্নাতক স্তরে চূড়ান্ত বর্ষের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু অনেকদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও ফলপ্রকাশ না হওয়ায় বহু ছাত্রছাত্রী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে না। আমরা অবিলম্বে ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করা ও শংসাপত্র প্রদান করার দাবি জানাচ্ছি।

এই দাবিতে ৫ জানুয়ারি কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে ছাত্র বিক্ষোভ ও মিছিল করে এআইডিএসও কলকাতা জেলা কমিটি। সংগঠনের আরও দাবি, সময়সীমা বৃদ্ধি করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের সমস্ত আসনে ভর্তি নিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

প্রতিবাদ দিবসে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়াল রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি। ৩০ ডিসেম্বর বহরমপুরে তারা প্রতিবাদ দিবস পালন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন নেতৃবৃন্দ।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে তালাক, বহু-বিবাহ, নারী-পাচার, বাল্যবিবাহ, গণধর্ষণ, খুন সহ বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ জেলায় সংগঠনের তৎপরতা খুবই উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ইসলামপুর কলেজের ছাত্রী সঞ্জিলা খাতুনের ধর্ষণকারী ও খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তারা আন্দোলন করেছে। এ দিনের প্রতিবাদী সভায় প্রায় পাঁচ শত নির্যাতিতা নারী ও বিদ্বজ্জন উপস্থিত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে গান, আবৃত্তি, আলোচনা ও নাটকের মধ্য দিয়ে এ দিনের কর্মসূচি পালিত হয়।

অবরোধে রাজ্যের পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা

বেতন বৃদ্ধি, অবসরকালীন ভাতা ও চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে ৫ জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী মোড় অবরোধ করে পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়ন। পৌরমন্ত্রীর বাসভবনে স্মারকলিপি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক কেকা পাল ও পৌলমী করঞ্জাইয়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থাকলেও মন্ত্রী সাক্ষাৎ করেননি। বাধ্য হয়ে রাসবিহারী মোড় অবরোধ করেন তারা। আন্দোলনের চাপে পৌরমন্ত্রী সাক্ষাৎ করে মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবিগুলো উত্থাপনের আশ্বাস দেন। পরে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু জানান, অবিলম্বে সরকার পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সরকারি নির্দেশনামা ঘোষণা না করলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

বাগনানে আশা কর্মী সম্মেলন

৯ জানুয়ারি হাওড়া গ্রামীণ জেলার বাগনান ১ ব্লক আশা কর্মীদের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি নিখিল বেরা, ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কৃষ্ণা প্রধান ও রাজ্য সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন। এআইএমএসএস রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মিনতি সরকারও বক্তব্য রাখেন। রিনা ভট্টাচার্যকে সভাপতি, সরমা মাঝি ও টুম্পা অধিকারীকে যুগ্ম সম্পাদক এবং রমা চৌধুরীকে কোষাধ্যক্ষ করে বাগনান ব্লক ১ কমিটি গঠিত হয়।

দলের এই অগ্রগতি দেখে যাওয়ার আনন্দই আলাদা

কমরেড রবীন মণ্ডলের বার্তা

তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা, দলের পূর্বতন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রবীন মণ্ডল বয়সের কারণে শহিদ স্মরণ সমাবেশে উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর প্রেরিত বার্তাটি সমাবেশে পাঠ করা হয়। এখানে তা প্রকাশ করা হল।

মাননীয় সভাপতি, সকল নেতৃবৃন্দ ও সংগ্রামী বন্ধুগণ,

শরীরে নানা রকমের রোগ থাবা বসিয়েছে। বয়সও যা হয়েছে তা আপনারা জানেন। বেশ কিছু বছর সে জন্য দলের কাজে বাইরে যেতে পারি না। তবুও বর্তমানে যারা জেলায় দলের কাজ পরিচালনার চেষ্টা চালাচ্ছে, তারা বুঝেশুনেই দু-একটা জায়গায় ডাকে। আমি যাই। কিন্তু আগের মতো যেতে পারি না বলে যে দুঃখ পাই— সে আর কোন ভাষায় বলব! দল প্রতিষ্ঠা করার পথে এ জেলায় যত শহিদ, তাঁদের স্মরণসভায়, যত অত্যাচারিত-উৎপীড়িতদের সম্মাননা জ্ঞাপনের এই সভায় শারীরিক কারণে যেতে না পেরে আজ কষ্টটা বেশি হচ্ছে।

আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্য যতটুকু পেয়েছি, হৃদয়ে কাঁপন ধরানো সে অনুভূতি আজও আমাকে ভাবায়-কাঁদায়। মনে তা উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই যে কমরেডকে যখনই কাছে পাই, তাদের বলি তাঁর সেইসব মূল্যবান শিক্ষাগুলো। আমার বোঝাটা যতটুকু, ততটুকুই বলি। কাজ করতে না পারার দুঃখ আমি অনেকটাই ভুলে যাই গণদাবী বা দলের বইপত্রগুলো হাতে এলে। একদিকে ক্রমাগতই রাজ্যের পর রাজ্যে সংগঠনের বিস্তার চলছে। চলছে সব সময়েই কোনও না কোনও আন্দোলন। ফলে কমরেডরা মার খাচ্ছেন, রক্ত ঝরাচ্ছেন, জেলে যাচ্ছেন, আগুনে ঘর পুড়ছে, মা-বোনেরা অত্যাচারিত, এমনকি শহিদ হচ্ছেন। তা সত্ত্বেও কমরেডরা ভয়ডরহীন ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকছেন— তাতে বেদনার সাথে গৌরব অনুভব করি।

অপর দিকে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রয়াণ বুকে শেল হেনে গেলেও, তাঁরই শিক্ষায় শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্যগুলি ও সুদক্ষ দল পরিচালনা আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। একদিন আমাকে একজন বলেছিল, দল ঠিক চলছে না। আমি ভাবি ও বলি— সত্যটা ঠিক দেখতে পাচ্ছে না কেন! আজ মহান নেতার শিক্ষা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শোষিত শ্রেণিকে ভাবাচ্ছে, আলোড়িত করছে— জীবনে এ জিনিস দেখে ও শুনে যাওয়ার আনন্দই আলাদা।

দল এগিয়ে চলেছে, চলবে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের অপচেষ্টা, মুখে পুঁজিবাদ খতমের কথা বলে শ্রমিক শ্রেণিকে বাস্তবে প্রতারণা, উন্নয়নের ধুয়ো তুলে শোষিত শ্রেণির শোষণ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার চালাকির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের জোয়ার কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হাতিয়ার হল গণকমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ। কমরেডরা সে চেষ্টা চালিয়েও যাচ্ছেন।

১৮৪ জন শহিদের স্মরণসভায় ও দল-পরিচালিত গণআন্দোলনে অত্যাচারিত উৎপীড়িত হাজার হাজার কর্মী-অনুগামীর প্রতি সম্মাননা জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে সকলের প্রতি আমার সংগ্রামী অভিনন্দন লাল সেলাম জানাচ্ছি।

হরিয়ানায় বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী সভা করতেই পারলেন না

কৃষক আন্দোলনের জেরে বিজেপি পরিচালিত হরিয়ানা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নিজের বিধানসভা কেন্দ্রেই পা রাখতে পারলেন না। ১০ জানুয়ারি করনালের কৈমলা গ্রামে কৃষি আইনের উপকারিতা বোঝাতে 'কিসান মহাপঞ্চায়েত' ডেকেছিলেন তিনি। ক্ষুব্ধ কৃষকরা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তৈরি হেলিপ্যাড খুঁড়ে ফেলে। সভা মঞ্চ তছনছ করে দেয়। পুলিশের জলকামান, কাঁদানে গ্যাস, লোহার ব্যারিকেড, লাঠিচার্জ মোকাবিলা করে 'গো ব্যাক খট্টর' ধ্বনি তুলে সরকারি ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়। দিন পনেরো আগে উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্যন্ত চৌতালাও নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের হেলিপ্যাডে নামতে পারেনি। কৃষকদের একটাই বক্তব্য— 'আর নয় উপকার, আইন বদলাও'।

সরকার নির্ধারিত বাসভাড়া চালুর দাবি

লকডাউনের সুযোগ নিয়ে সরকারি ঘোষণার পরোয়া না করে বাস মালিকরা ইচ্ছামতো ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। বাসের ন্যূনতম ভাড়া সাত টাকা পুনরায় চালু করার দাবিতে ৪ জানুয়ারি এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে তমলুক, মেচেদা, নোনাকুড়ি, রামতারক বাস স্ট্যান্ডে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ইতিমধ্যে দলের পক্ষ থেকে জেলা জুড়ে এই অযৌক্তিক বর্ধিত ভাড়ার বিরুদ্ধে পোস্টারিং, বাসে উঠে যাত্রীদের বাড়তি ভাড়া না দেওয়া এবং কন্ডাক্টরদের বাড়তি ভাড়া না নেওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ১১ জানুয়ারি জেলার সর্বত্র বাসস্ট্যান্ডগুলিতে ওই দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে জানিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা কমিটির সম্পাদক অনুরূপা দাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাসযাত্রীদের রেজিস্টার্ড সংগঠন পরিবহণ যাত্রী কমিটির পক্ষ থেকে গত ১ ডিসেম্বর জেলাশাসক ও জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে সরকার নির্ধারিত পুরানো ভাড়াতেই বাস চালুর আবেদন জানানো হয়েছিল।

পার্টির ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটি গঠিত

ঝাড়গ্রামে দলের সাংগঠনিক জেলা কমিটি গঠিত হল ৯ জানুয়ারি দলের সদস্য, আবেদনকারী সদস্য ও সক্রিয় কর্মীদের এক সাধারণ সভায়। উপস্থিত ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ। সভায় কমরেড মহাদেব প্রতিহারকে ইনচার্জ করে ৯ জনের কমিটি গঠিত হয়। কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সমাজের গভীর সংকটজনক বর্তমান পরিস্থিতিতে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত আমাদের দলের উপর যে গুরুদায়িত্ব বর্তেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করে কমরেডদের করণীয় দিকগুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন ঝাড়গ্রাম জেলার অত্যন্ত গরিব ও সরল মানুষদের বহুকাল ধরে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি নানাভাবে নির্মম শোষণের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এসইউসিআই(সি)-র সংগঠন গড়ে ওঠার পর থেকে বহু আন্দোলন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই এলাকার শোষিত-সাধারণ মানুষ তাঁদের আশা ভরসার স্থল হিসেবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। সেই দায়বদ্ধতা বুকে ধারণ করে আমাদের প্রতিটি কমরেডকে এলাকার মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দলকে আরও বিস্তৃত আকার দিতে সদা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন তিনি। জেলার যে অংশগুলিতে সংগঠনের কাজ নেই, সেখানে অতি দ্রুত সংগঠনকে বিস্তৃত করবার জন্য তিনি নবগঠিত জেলা কমিটিকে নতুন উদ্যমে কাজ করবার আহ্বান জানান। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত শতাধিক কমরেড গভীর আবেগ উদ্দীপনা নিয়ে সংগঠনকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার শপথ নিয়ে ফেরেন।

জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদকের দায়িত্বে কমরেড সুজিত ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য ও জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক বেশ কিছুদিন ধরে বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন। এই অবস্থায় জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব সুচারু রূপে পালন করার উদ্দেশ্যে এই পদ যাতে অন্য কোনও জেলা কমিটি সদস্যের হাতে অর্পণ করা হয়, সে জন্য রাজ্য নেতৃত্বের কাছে তিনি বেশ কয়েক বার আবেদন করেন। সম্প্রতি কমরেড তপন ভৌমিক তাঁর পরিবর্তে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড সুজিত ঘোষের উপর দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে প্রস্তাব করেন। তাঁর বর্তমান আবেদন ও প্রস্তাবের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিয়ে ১ জানুয়ারি রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ ও কমরেড নভেন্দু পালের উপস্থিতিতে দলের জেলা কমিটি এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড সুজিত ঘোষকে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করে।

মিড-ডে মিল কর্মীদের ডেপুটেশন

১৭ ডিসেম্বর মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন বাঁকুড়া জেলার পক্ষ থেকে তাঁদের সমস্যাগুলো নিয়ে জেলাশাসকের নিকট একটি

ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২৫০ জনের বেশি কর্মী জমায়েত হন বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ১১ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তাঁরা জেলাশাসককে জমা দেন। জেলাশাসক তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন, বাকিগুলি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর কথা বলেন। জমায়েতে মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সহ-সভাপতি নিখিল বেরা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সুজিত রায়, কবিতা সিংহ বাবু এবং অঞ্জলি নন্দী প্রমুখ।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় 'ছ'বারের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ঘরে অন্নসংস্থান ছিল না'— লেখায় ভুলক্রমে কমরেড অজয় সাহার মৃত্যুর দিন ২৪ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ২৫ ডিসেম্বর ছাপা হয়েছে। স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষের শোকবার্তাটি পাঠ করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু। ভুলক্রমে কমরেড তরুণ নস্করের নাম ছাপা হয়েছে। এই গুরুতর ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আমাদের শিরায় শিরায় বইছে শহিদের রক্ত

১১ জানুয়ারি, আবেগ চোখের জল আর দৃঢ় প্রত্যয়-ভরা শপথে মেশা এক অভূতপূর্ব সমাবেশ দেখল ১৮৪ জন শহিদের রক্ত-পূত দক্ষিণ ২৪ পরগণার মাটি।

১৯৯৭ সালে এমনই এক ১১ জানুয়ারি সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বোমা মেরে, কুপিয়ে হত্যা করেছিল তেভাগা আন্দোলনের প্রবীণ নেতা, কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড আমির আলি হালদারকে।

এ বার এই দিনটিতেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল শাসকদের হাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় যাঁরা শহিদ হয়েছেন এবং নির্যাতন ভোগ করেছেন তাঁদের প্রতি সম্মাননা জ্ঞাপন সমাবেশের। এই ডাকে সাড়া দিয়ে বাইশহাটার বকুলতলা-নতুনহাট মাঠের সমাবেশে যোগ দিলেন ২০ হাজার মানুষ।

সুন্দরবন লাগোয়া এই জেলার নানা প্রান্ত-প্রত্যন্ত থেকে বহু পথ পেরিয়ে যেমন তাঁরা এসেছেন, তেমনই এসেছেন ডায়মন্ডহারবার, বারুইপুর, নামখানা, কাকদ্বীপ, সাগর এলাকা থেকে। অঞ্চলে অঞ্চলে ইতিহাস খুঁজে শহিদদের তালিকা প্রস্তুত করেছেন দল। নেতা-কর্মীরা প্রত্যেক শহিদের পরিবার এবং নির্যাতিতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন আমন্ত্রণ। একদিকে প্রিয়জন হারানোর ব্যথা, অন্য দিকে শহিদদের অপূরিত স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার নিয়ে সেই সব পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত হয়েছেন সমাবেশে।

কত ইতিহাস বুকে নিয়ে, মানুষ এই সমাবেশে এসেছে তা বোঝা যাচ্ছিল শুরুর আগে থেকেই। তখন সবে ধীরে ধীরে শুরু হচ্ছে জনসমাগম। সাদা ফেজ টুপি, সাদা দাড়ির বৃদ্ধ মোক্তার মোল্লা বাইশহাটার বটতলা থেকে অশক্ত শরীর কিন্তু তাজা একটা মন নিয়ে এসে বসেছেন চেয়ারে। এক যুবকর্মী এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে— দক্ষিণ ২৪ পরগণার অসংখ্য লড়াইয়ের ইতিহাস থেকে একটু উত্তাপের স্পর্শ পেতে। প্রবীণ কমরেড দিলেনও সেই উত্তাপের পরশ। নতুন প্রজন্মের কর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন তাঁদের লড়াইয়ের উত্তরাধিকার। বললেন, '৮২ বছর বয়স আমার, ৫২-

চোখের জলে স্মরণ

৫৩ বছর ধরে এই দলটা করছি। আমি তো ক'দিন বাদে মরে যাব, কিন্তু আপনারা এ দলটাকে বাড়িয়ে তুলুন। এ সোনা হারালে এমন সোনা আর পাবেন না। মানুষ আজ বুঝতে পারছে না, আজ বিজেপি-তৃণমূল কাল আর একটা— এ সব যতই আসুক কিচ্ছু হবে না। সব সমস্যার সমাধানের জন্য, হিন্দু-মুসলমান লড়াইয়ের মীমাংসার জন্য এই এস ইউ সি-র কাছেই মানুষকে শেষ পর্যন্ত আসতে হবে। আপনারা শক্ত হয়ে থাকুন, কোনও ভয় নেই। এরা সব চলে যাবে, থাকবে এই দলটাই।'

নতুনহাটের চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে তাড়াতাড়ি একটু খেয়ে নিয়ে সভায় ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন রাধাবল্লভপুর গাজি পাড়ার মোর আলম গাজি। বললেন, 'আমির আলি মাস্টারকে যারা খুন করে, প্রবোধ পুরকায়েতের মতো মানুষকে যারা মিথ্যে কেসে জেল খাটায় তারা কি মানুষ! কত মার খেয়েছি ওই গুণ্ডাদের হাতে, আমায় ওরা ভিখারি করে দিয়েছে, কিন্তু আমি পিছিয়ে যাইনি। যারা এমন সব দেবতার মতো মানুষকে দেখেছে তারা ভয়ে পিছিয়ে যেতে পারে না।'

সভা মঞ্চের সামনে মাঠের বাঁ দিকের বড় একটা অংশ জুড়ে ব্যবস্থা হয়েছিল শহিদদের পরিবার এবং নির্যাতিতদের বসার। সেখানে কান পাততেই শোনা গেল স্বাধীনতা-উত্তর সুন্দরবনের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের গৌরবের এক একটি অধ্যায়ের কথা। মৈপীঠ অঞ্চলের শহিদ পরিবারের সকলে মিলে এক সাথে মালা দিচ্ছিলেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা শহিদ বেদিতে। ফুল দিয়ে লাল সেলাম জানিয়ে গভীর শ্রদ্ধায় তাকাচ্ছেন পতপত করে উড়তে থাকা সংগ্রামী লাল পতাকার দিকে। কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। তার মধ্যেও এক মা বলে গেলেন— 'অনেক নির্যাতন সয়েছি, কিন্তু এই দলটার প্রতি ভালবাসা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।' মৈপীঠেরই কিশোরীমোহনপুরের পঞ্চানন জানা সেই ১৯৭৬ সাল থেকে দলের সাথে। বহু লড়াইয়ে থেকেছেন, বহু লড়াই দেখেছেন, নির্যাতন সয়েছেন। কিন্তু দলের ঝান্ডা ছাড়েননি। বললেন, 'শত্রুপক্ষ সন্ত্রাস কায়েম করেছে, সাময়িক ভাবে সংগঠকরা অনেকে ঘরছাড়া। কিন্তু এই পার্টিটাকেই মানুষ বুকে ধরে রেখেছে। তাঁরা আবার মাথা তুলবেন।' মৈপীঠের আর এক মা বলে গেলেন, 'দল ডেকেছে— যত নির্যাতন হোক আমাদের আসতেই হবে।'

শহিদ পরিবারের সদস্যদের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন কমরেডস দেবপ্রসাদ সরকার, সৌমেন বসু, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

মেরিগঞ্জ-১-এর সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড মোকাররম খাঁকে ১৯৮৪ সালে হত্যা করেছিল কংগ্রেসি দুষ্কৃতীরা। তাঁর ভাই মফিজুল খান বলে গেলেন, 'এলাকার গরিব মানুষ শোষিত মানুষ আজও মোকাররম খাঁয়ের স্মৃতি বুকে বহন করে। আজও তারা শাসক দলের গুণ্ডা আর পুলিশের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়ে। শিবদাস ঘোষের শিক্ষাই আমাদের আসল শক্তি। এই আদর্শ নিয়েই বীরের মতো লড়ছে মানুষ।' বললেন, 'সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ দিতে হয়, এত প্রলোভন, মিথ্যে কেস, পুলিশের হুমকি অত্যাচার, তবু তারা শিবদাস ঘোষের আদর্শটাকে ছেড়ে দেয়নি, বুকে আগলে রেখেছে।' ঠিক তাঁর পাশেই বসে ছিলেন আখতারুল খাঁ, ২০০৩ সালে গরিব মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইতে প্রাণ গেছে তাঁর ১৮ বছরের তরতাজা পুত্রের। এই সমাবেশে এসে তাঁর অনুভূতি কী? বলতে গিয়ে গলা ভিজে এল কান্নায়। বলে চললেন মোকাররম খাঁ, আমির আলি হালদার, ঢোষা-চন্দনেশ্বরের গোবিন্দ হালদার সহ আরও অনেক শহিদ কমরেডের নাম। 'আপনার ছেলেকে হারিয়েও দলটাকে আঁকড়ে ধরেছেন কীসের জোরে?' চোখের জল মুছে মুহূর্তে বেরিয়ে এল এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর—'শুধু আমার ছেলে শহিদ হয়েছে তা তো নয়, এত কমরেডকে হারিয়েছি, কতজন জেলে বন্দি, তাদের সকলের কথা বলুন।' বললেন, 'আজকের দিনে প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে কেনার চেষ্টা করছে, টিএমসি, বিজেপি। কিছু ছেলে হয়তো ওই লোভে পা দিচ্ছে, কিন্তু এতে ওদের কত ক্ষতি হবে বুঝছে না। আমরা যে আদর্শ নিয়ে চলেছি সেটাই ওদের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এই আদর্শটাই সফল হবে।' এই সেই নৈতিকতা, সেই বিপ্লবী জীবনবোধ, যা কুলতলি জয়নগর সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকার সংগ্রামী গরিব মানুষ অর্জন করেছেন মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের আদর্শকে পাথেয় করে।

১৯৮০ সালে কংগ্রেস এবং সিপিএমের মিলিত বাহিনী খুন করে কমরেড সুজাউদ্দিন আখন্দকে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে বসে আছেন ক্যানিংয়ের গোপালগঞ্জ এলাকার বহু মানুষ। তাঁরাও যা বলে গেলেন তাতে স্পষ্ট, রক্ত ঝরিয়েছে ঘাতকেরা, সংগ্রামী মানুষকে হত্যা করে তার দেহটাকে নিথর করে দিয়েছে, কিন্তু পারেনি শোষণমুক্তির স্বপ্নকে, আদর্শকে হত্যা করতে। পারেনি বিপ্লবের গতিটাকে রুখে দিতে।

কুলতলির মনিরতটের সংগ্রামী নেতা শহিদ কমরেড হাকিম শেখকে নিয়ে একদিন মানুষ গান বেঁধেছিল 'মনিরতটের মাথার মণি'। সেই হাকিম শেখের ছেলে রুহুল আমিন শেখ, কন্যা মীনা শেখ (বৈদ্য) জানিয়ে গেলেন ওই এলাকার মানুষের লড়াইয়ের কথা। নলগোড়ার মানুষ শোনালেন সম্ভাবনাময় বিপ্লবী সংগঠক শহিদ অশোক হালদারের কথা। বলে গেলেন শহিদ মোসলেম মিস্ত্রির কথাও। শহিদ কমরেড ইলিয়াস পুরকাইতের ভাই ইউসুফ পুরকাইত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এই সমাবেশে এসে বলে গেলেন 'এখানে শপথ নিয়ে যাচ্ছি— বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে আরও জীবন দিতে হলে আমরা দেব। কমরেড শিবদাস ঘোষের অপূর্ণ স্বপ্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আমরা সফল করবই।'

২০২০-র ৪ জুলাই তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয়েছেন জেলার শ্রমিক আন্দোলনের নেতা মৈপীঠের কমরেড সুধাংশু জানা। তাঁর কন্যা সুতপা অনুভব করেন শহিদের মেয়ে হওয়ার গর্ব। বলে গেলেন, 'আমার বাবার মৃত্যুতে শাসকদের বিরুদ্ধে যে জনজোয়ার উঠেছিল, জনগণ আমার বাবাকে আজ যেভাবে বরণ করেছে তার সাথী হতেই সমাবেশে এসেছি।'

কিশোর শহিদ মাধাই হালদারের বোন অলকা হালদার (সরদার) ছুঁয়ে গেলেন এই সমাবেশের আসল সুরটিকে। চোখে তাঁর জল, কিন্তু কণ্ঠে নতুন সমাজ গড়ার শপথ। বললেন, 'শহিদদের স্মৃতিকে শিরায় শিরায়, আমাদের রক্তের ভিতরে বহন করছি আমরা। আমার সন্তানকেও এই মহান আদর্শ, এই মহান লড়াইয়ের অংশীদার করার চেষ্টা করে চলেছি।'

শহিদ আমির আলি হালদারের পরিবারের পক্ষ থেকে দলের পলিটবুরো সদস্য এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের হাত থেকে শহিদ স্মারক নিয়ে সালেহা গাজি বলে গেলেন, 'আজ আমার খুব দুঃখের দিন। কী নৃশংস ভাবে ওরা আমার বাবাকে মেরেছিল তা জানে সবাই। আজ আমার বুকভরা ভালবাসা এই দলটার জন্য। শিবদাস ঘোষের স্মৃতির সঙ্গী হয়ে আছেন আমার বাবা। যিনি পার্টির সবচেয়ে বড় নেতা তিনিই আমার কাছে সবার বড়।'

সমাবেশে এসেছিলেন আরও অনেক শহিদের পরিবার, সময়ের অভাবে সবার সাথে কথা বলা যায়নি। বলতে পারলে ছুঁয়ে আসা যেত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সংগ্রামী মানুষের শোষণবিরোধী অসমসাহসী লড়াইয়ের ইতিহাসের গৌরবময় আরও অনেক অধ্যায়কে। কথা বলা যায়নি সমাবেশে উপস্থিত কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূলের দুষ্কৃতীবাহিনীর অত্যাচারে ঘরহারা, সব-খোয়ানো দলের অসংখ্য কর্মী-সমর্থক-সাধারণ মানুষের সঙ্গেও, যাঁরা যাবতীয় সন্ত্রাস নির্যাতনের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রক্ষা করে চলেছেন সংগ্রামের সাথী প্রিয় দলটিকে। মঞ্চের পাশে সুউচ্চে উড্ডীন লাল পতাকা জেলার মানুষের অসাধারণ সংগ্রামের সেই উজ্জ্বল ইতিহাসের গৌরবময় স্মৃতি আরও একবার জাগিয়ে দিয়ে গেল।

স্মরণ সমাবেশে শপথ

একের পাতার পর

ভোল বদলে সিপিএম হয়ে একই ভাবে চালিয়েছে আক্রমণ নির্যাতন। একের পর এক খুন, ধর্ষণ, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, পুলিশ আর গুন্ডা লেলিয়ে ঘর থেকে উৎখাৎ করা, মিথ্যা মামলায় নেতা-কর্মীদের জেল খাটানো চলেছে দিনের পর দিন। কত পরিবার বাধ্য হয়েছে গ্রামের ঘরবাড়ি ছেড়ে কলকাতার রাস্তায় গিয়ে আশ্রয় নিতে, রিক্সা চালিয়ে দিনগুজরান করতে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মাথা তাঁরা নিচু করেননি। যে আদর্শ বুকে নিয়ে গরিবের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে এত অত্যাচার সহ্য করেছেন, সেই আদর্শকে তাঁরা বুকেই ধরে রেখেছেন। মুছে ফেলতে পারেনি কেউ। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে এলে সেই পুরনো কংগ্রেসী আর সিপিএম দুষ্কৃতীরাই ঢুকেছে তাদের দলে। গরিব মানুষ এস ইউ সি আই (সি)-র সাথেই থেকেছেন। চলেছে নির্যাতন আর খুনের রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পালা।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড সৌমেন বসু

শুধু এক দঃ ২৪ পরগণাতেই গণআন্দোলনের ঝান্ডা উঁচু করে ধরে রাখতে প্রাণ দিতে হয়েছে ১৮৪ জন সংগ্রামী মানুষকে। এতেই বোঝা যায় অত্যাচারী শাসক আর কায়েমী স্বার্থের কত বড় শত্রু এই দলটি। আর বোঝা যায়, খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে তীব্র আবেগপূর্ণ কী অসাধারণ সাহস এবং মনুষ্যত্বের জোর সৃষ্টি করতে পেরেছে এস ইউ সি আই (সি)। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও শহিদ হয়েছেন বহু কর্মী-নেতা। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই সংগ্রাম অনন্য। ১১ জানুয়ারি ছিল এমনই এক শহিদ সর্বজনপ্রিয় কমরেড আমির আলি হালদারের স্মরণদিবস। এই দিনটিকেই বেছে নিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি) এই জেলার ১৮৪ জন শহিদের অমূল্য আত্মদান আরও একবার স্মরণ করতে।

ভোর থেকেই নৌকা, গাড়ি, বাসে অথবা পায়ে হেঁটে মানুষ রওনা হয়েছেন সভার উদ্দেশে। বকুলতলা-নতুনহাটের মাঠে বিশাল মঞ্চ রূপ নিয়েছে যেন এক অতিকায় রক্ত পতাকার, তার গা দিয়ে গড়িয়ে নেমেছে শহিদের রক্তের দাগ।

সমাবেশ স্থলে ঢোকার আগে রাস্তার একদিক শহিদদের তালিকা দিয়ে সাজানো, অন্যদিকে জেলার গ্রামে গ্রামে শহিদদের স্মৃতিতে তৈরি বেদি, পার্টির প্রথম কংগ্রেস সহ নানা ঐতিহাসিক মুহূর্তে দলের নেতাদের ছবি, চোখের জলে শহিদ বিদায়ের মুহূর্ত এবং দলের মুখপত্র গণদাবীর পাতা থেকে তুলে ধরা কিছু ঐতিহাসিক ছবি ও রচনা। সমাবেশে আসা মানুষ সারি দিয়ে দেখছেন। এই শহিদরা তাঁদের অনেকেরই ঘরের কিংবা ঘরের পাশের লোক। এ জেলার এমন কোনও অঞ্চল নেই যেখানকার অন্তত একজন এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মী শহিদ হননি। ছোটদের কাছে এই ইতিহাস চিনিয়ে দিচ্ছেন বড়রা। আন্দোলনের উত্তাপে নিজেদের জারিত করছেন।

চাষি-মজুর ঘরের মানুষ ভিড় করেছেন বইয়ের স্টলে, জানার প্রয়োজন তাঁদেরই যে বেশি। জনসমাগম যত বাড়ছে ততই যেন দৃঢ় হচ্ছে শৃঙ্খলা। যুবক-বৃদ্ধ-মহিলারা তো বটেই কিশোররাও শৃঙ্খলাবদ্ধ নিজে থেকেই।

মঞ্চের বাঁ দিকে শহিদ কমরেড আমির আলি হালদারের ছবি, ডানদিকে কালো-সাদায় তৈরি সুউচ্চ শহিদ বেদি। বেদির উপরে উড়ছে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনতার প্রতীক কাস্তে-হাতুড়ি-তারা চিহ্ন আঁকা লালপতাকা। একে একে মিছিল ঢুকছে। যেখানেই এই সমাবেশের বার্তা পৌঁছেছে, সেখান থেকেই হাজির হয়েছেন বৃদ্ধ, মহিলা, ছাত্র, যুবক, সন্তান কোলে বাবা-মা। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী, মৈপীঠ থেকে শুরু করে রায়দিঘি, কঙ্কনদিঘি, জালাবেড়িয়া, ক্যানিং, গোদাবর-কুন্দখালি সহ অসংখ্য অঞ্চল থেকে এসেছেন কর্মী-সমর্থকরা। মাঠ উপচে পড়েছে, সামনের রাস্তা ছাপিয়ে ভিড় উপচে পড়েছে উল্টোদিকে। পাশের বাড়িগুলির ছাদে কয়েক হাজার মানুষ তখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন নেতারা কী বলেন তা শোনার জন্য। আন্দোলনের উপযুক্ত সৈনিক হিসাবে নিজেদের কীভাবে গড়ে তুলতে হবে তা বুঝে নেওয়ার জন্য তৈরি ছাত্র-যুবকেরা। অসংখ্য মানুষ নিজের থেকে মাল্যদান করছেন শহিদ বেদিতে। কেউ কেউ ভেঙে পড়ছেন কান্নায়।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

শুরু হয়ে গেল সভার কাজ। ২০ হাজার মানুষের এই সমাগম নিছক ভিড় নয়। এক মানুষের মতো ঐক্যবদ্ধ প্রতিটি মানুষ। তাই সভার শুরু থেকেই ভাবগম্ভীর নীরবতা নেমে এল সভা জুড়ে। দলের পলিটবুরো সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার গ্রহণ করলেন সভাপতিত্বের দায়িত্ব। সংগ্রামী মৈপীঠ নিয়ে পরিবেশিত সঙ্গীত চোখে জল এনে দিল সবার। শহিদ মাধাই হালদারের স্মৃতিতে সঙ্গীত যখন চলছে গোটা মাঠে তখন গভীর নৈঃশব্দ।

মাল্যদান পর্বের শুরুতেই সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু। এরপর একে একে রাজ্য কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু এবং জেলা সম্পাদক ও কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করা হল। কিশোর সংগঠন কমসোমল সদস্যরা শহিদদের প্রতি গার্ড অফ অনারের পর একে একে শহিদ পরিবারগুলির হাতে স্মারক তুলে দিতে শুরু করলেন নেতৃবৃন্দ। স্মারক নিতে গিয়ে শহিদ পরিবারের সদস্যদের চোখে শোকের জল আর সংগ্রামের আগুন যেন একই সাথে ঝিলিক দিচ্ছে। ভিজে ওঠে মাঠভর্তি কর্মী-সমর্থকদের চোখ।

পূর্বতন জেলা কমিটির সদস্য, জেলার প্রবাদপ্রতিম নেতা কমরেড রবীন মণ্ডল বয়সজনিত কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় পাঠিয়েছেন একটি অসাধারণ প্রেরণাময় বার্তা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করে গণআন্দোলন তীব্র করার শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান। দল আজ দেশের মানুষের বুকে শ্রদ্ধার যে আসন লাভ করেছে, তার ভিত্তি স্থাপন করেছেন জেলার শহিদ কমরেডরা ও তাদের পরিজনেরা— বললেন প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ নস্কর। কমরেড আমির আলি হালদার কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এআইকেকেএমএসের নেতৃত্বে। আমাদের সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে— বললেন প্রাক্তন বিধায়ক দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রবোধ পুরকায়েত। প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডল বললেন, এমএলএ-এমপি দিয়ে দলের শক্তি প্রমাণ হয় না। শক্তি প্রমাণ হয় ভগৎ সিং, প্রীতিলতার মতো সংগ্রামী চরিত্র অর্জনে কোন দল কত এগিয়ে তা দিয়ে।

কমরেড সৌমেন বসু সংক্ষেপে তুলে ধরলেন শহিদ কমরেড আমির আলি হালদারের চরিত্রকে। কমরেড শিবদাস ঘোষ কেমন করে এই কমরেডকে 'রত্ন' বলে উল্লেখ করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। বলেন, এখন গরু কেনাবেচার মতো নেতা কেনার রাজনীতি চলছে। নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস-সিপিএম-বিজেপি-তৃণমূল এই দলগুলি ধান্ধাবাজি করছে, ভণ্ডামি করছে, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করছে। ছাত্র-যুব সমাজকে নষ্ট করার চক্রান্ত করছে পুঁজিপতিরা ও তাদের সেবক এই দলগুলি। প্রকৃত মানুষ যাতে গড়ে উঠতে না পারে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পারে, তার জন্য মানুষ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াতেই আঘাত হানছে— আপনারা এর বিরুদ্ধে লড়ুন। তিনি বলেন, ব্রিটিশের দয়াভিক্ষা করেছে যে বিজেপি-আরএসএস, নেতাজিকে গালি দিয়েছে যে সিপিআই-সিপিএম তারা আজ নেতাজি চর্চায় মেতেছে। তাদের কোনও অধিকার নেই নেতাজির জন্মদিবস পালনের।

দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বললেন, আমাদের দল একটা বিশাল পরিবার। জাত-ধর্ম নির্বিশেষে, মধ্যবিত্ত-গরিব নির্বিশেষে সকলেই একই পরিবারের সদস্য। এভাবেই দলকে গড়ে তুলেছিলেন সর্বহারার মহান নেতা বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। এই পরিবারের একজন শহিদ হলে, তাঁর মৃত্যুতে চোখের জলে শপথ নিয়ে গণআন্দোলনের পতাকা বইতে এগিয়ে আসে অন্যরা। একজনের ঘর শাসক দল ভেঙে দিলে, পুড়িয়ে দিলে আরেক জন এগিয়ে এসে গড়ে দেয়। শহিদ পরিবারের সঙ্গে সবসময় সাক্ষাৎ না হলেও মনের দূরত্ব কখনওই তৈরি হয়নি। আজ শহিদ-স্মরণ অনুষ্ঠানে আমরা আবার একত্র হলাম। শহিদদের অপূরিত কাজ আমরা কাঁধে তুলে নেব এই শপথ নিয়ে। বললেন, বিজেপি হোক তৃণমূল হোক, অন্য যে কোনও জনবিরোধী শক্তি হোক এই একতার ভিত্তিতেই তাকে রুখে দিতে পারব আমরা।— সেই শপথ নিতেই তো এত কষ্ট করে এসেছেন এত মানুষ।

শেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের পর সভায় উচ্চারিত সেই কথার অনুরণনই যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে — 'মানুষই যদি হতে না পারলাম, তাহলে জীবনের সার্থকতা কী!' সেই মানুষ হওয়ার সংগ্রাম, মানুষ হয়ে লড়াই গড়ে তোলার শপথ নিয়েই গ্রামে গ্রামে ফিরে গেলেন সংগ্রামী মানুষেরা।

মাঠ ছাপিয়ে মানুষের ঢল রাস্তায়, বাড়ির ছাদে,

আন্দোলনের ময়দান থেকে

কৃষকদের মমত্ব তেজস্বিতা কষ্টসহিষ্ণুতা মনকে নাড়া দেয়

ডাঃ স্বপন বিশ্বাস ও আমি ডাঃ কল্যাণব্রত ঘোষ মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার (এমএসসি) ও সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম (এসডিএফ)-এর তরফে দিল্লির সংগ্রামরত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে সিংঘুতে পৌঁছই ১৬ ডিসেম্বর ২০২০। দিল্লি থেকে সিংঘু প্রায় ২৪-২৫ কিমি রাস্তা। আমরা যে ট্যাক্সিতে গিয়েছিলাম তার ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেল, তিনি এই আন্দোলনের সমর্থক। তিনি জানালেন, দিল্লিতে ঢোকার বেশিরভাগ রাস্তা বন্ধ থাকায় শহর অনেকটাই ফাঁকা। বললেন, লোকজন কম থাকায় তাঁর মতো অনেকেরই উপার্জন কমে গেছে। তা সত্ত্বেও দিল্লির সাধারণ মানুষ এই কৃষি আইনের বিরুদ্ধে।

সিংঘুতে পৌঁছে আমরা রোগী দেখা শুরু করলাম। আমি মূল ক্যাম্পে রোগী দেখার দায়িত্ব নিলাম আর স্বপনদা নিল ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্পের আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা— সারাক্ষণ রোগী দেখেছি। সারাদিনে মূল ক্যাম্পে প্রায় ২০০-র উপরে এবং ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্পে ৫০-এর উপরে রোগী আসতেন। প্রতিদিন সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছিল। দিনের শেষে ডাঃ অংশুমান মিত্র আমাদের সবাইকে নিয়ে বসতেন সারাদিনের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পরের দিনের পরিকল্পনা করতে। ফার্মাসিতে স্নাতক পাঞ্জাবের এক মেয়ে আন্দোলনে এসেছিলেন, মোবাইল ক্যাম্পের যোগাযোগের মাধ্যমে। মেয়েটি আমাদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন। আরও দু'জন যুবক একইভাবে আমাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।

মূলত সর্দি-কাশি, গ্যাস্ট্রাইটিস, হাঁপানি, জ্বর, প্রস্রাবে ইনফেকশন, ফাংগাল ইনফেকশন, আর্থ্রাইটিস, অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস, অনিদ্রা, কাটা-ছেঁড়ার আঘাত ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে রোগীরা আসতেন। তার সাথে বেশ কিছু উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস মেলিটাস, ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ-এর রোগী, যাঁরা মূলত তাঁদের ওষুধ ফুরিয়ে যাওয়ায় সেটা পেতে আসতেন। এ ছাড়া বেশ কিছু মাঝবয়সী ও যুবক কৃষক আসতেন ওপিয়াম নেশার উইথড্রয়াল লক্ষণ নিয়ে। এঁরা খুব কষ্ট পেলেও আন্দোলন ছেড়ে যেতে রাজি ছিলেন না। তবে পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা এত ভাল যে, ডায়েরিয়ার রোগী ছিল খুব কম।

করোনা নিয়ে বলতে গেলে কৃষকরা বলতেন, মোদি সরকার করোনা ভাইরাসের থেকে ভয়ানক। তারা মনে করেন করোনা তাদের কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। এই আন্দোলনে প্রচুর বয়স্ক মানুষ এসেছেন। মহিলা আন্দোলনকারীর সংখ্যাও কম নয়। একজন ৬২ বছর বয়সী মহিলার চিকিৎসা আমরা করেছি যিনি হাই ব্লাড সুগার ও প্রেসারের রোগী এবং পায়ের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আন্দোলনের ময়দানে এসেছেন এবং এই ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছেন।

অপপ্রচার হচ্ছে যে এই আন্দোলন মূলত ধনী কৃষকদের আন্দোলন। কিন্তু কথা বলে দেখেছি, শতকরা ৮০-৯০ ভাগ কৃষকই ক্ষুদ্র এবং মধ্য চাষি, যাঁদের জমির পরিমাণ গড়ে ১০ বিঘার নিচে। খুব কম জনেরই একশো বিঘার বেশি জমি আছে। আবার এই অপপ্রচারও আছে যে এটা খালিস্তানিদের আন্দোলন। কিন্তু এখানে তেমন দাবির চিহ্ন পর্যন্ত পাইনি। বরং কয়েক জায়গায় পোস্টারে লেখা দেখেছি —'আমরা খালিস্তান চাই না, কৃষি আইনের রদ চাই'।

সিংঘুতে কৃষকরা অসংখ্য ট্রাক্টর আর ট্রাকে করে প্রায় ১৫ কিমি রাস্তা জুড়ে বসে আছেন। ট্রাক্টরের ট্রলি আর ট্রাকের ছাদ পলিথিনে মুড়ে তাদের অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা তারা করে নিয়েছেন। কেবল পাঞ্জাব আর হরিয়ানার কৃষকরা শুধু নন, এখানে উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা আন্দোলনকারীরা আছেন এবং দিনে দিনে অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

এখানে কৃষকরা পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করেছে বিভিন্ন লঙ্গরখানার মাধ্যমে। আন্দোলনে আসা যে কেউ নিখরচায় পেট ভরে খেতে পারে। এখানে রাস্তার ধারে ধারে অস্থায়ী শৌচাগারের ব্যবস্থা তারা করেছে যাতে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে। তারা জামা-কাপড় কেচে নেওয়ার ব্যবস্থাও করে নিয়েছে অনেকগুলো ওয়াশিং মেসিন জোগাড় করে। তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে বাকিদের জামাকাপড় কেচে দিচ্ছেন। কিছু কৃষক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিদিনের তৈরি হওয়া আবর্জনা পরিষ্কারের দায়িত্ব পালন করছেন। আবার দেখলাম কিছু কৃষক নিখরচায় অন্যদের চুল-দাড়ি কাটার দায়িত্ব পালন করছেন। কয়েকজন যুবক বিনামূল্যে ইচ্ছুক কৃষকদের হাতে ট্যাটু একে দিচ্ছে, তাতে চে গুয়েভারার ছবিও দেখেছি। সন্ধ্যার পরে মাঝরাত পর্যন্ত যখন মূল মঞ্চের ভাষণ স্থগিত থাকে তখন বিভিন্ন গ্রুপে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রতিবাদী গান বা লোকসংগীত গাইছেন কৃষকরা। এখানে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা দায়িত্ব নিয়ে একটা দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের প্রত্যয় যে জীবন গেলেও যাবে কিন্তু দাবি আদায় তারা করবেনই। ব্যক্তিবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব, দায়িত্বহীনতা আর সুবিধাবাদের পরিবেশে বড় হয়ে আগে আমি এমন পরিবেশ দেখিনি যেখানে একতা আছে, বীরত্ব আছে, ভ্রাতৃত্ববোধ আছে। এই আন্দোলন আমাকে নতুন জিনিস শেখাল। নতুন দিশা দিল। এখানে শিখদের গুরুদোয়ারার বড় ভূমিকা দেখলাম। একটা বড় সংখ্যক লঙ্গরখানা গুরুদোয়ারার পরিচালনায় চলছে।

আমরা চিকিৎসকরা মূলত টেন্টে রাত কাটাতাম রাত্রিকালীন চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রাখতে। এখানে আমাদের ছাড়াও আরও কিছু মেডিকেল ক্যাম্প ছিল, কিন্তু সেগুলো মূলত হেলথ স্টাফরা চালাত। সেই ক্যাম্পগুলিতে বিভিন্ন শহর থেকে ডাক্তাররা কখনও সকালে এসে রাতে আবার ফিরে যেতেন। একমাত্র আমাদের ক্যাম্পেই দিন-রাত সবসময় ডাক্তার পাওয়া যেত। প্রতিদিন রাত্রে আমরা বেশ কিছু ইমার্জেন্সি রোগী দেখেছি। ফলে দিনে দিনে আমাদের প্রয়োজনীয়তা ওখানে বেড়ে গেছে। ৩-৪ কিমি দূর থেকেও খোঁজ করে রোগী এসেছে আমাদের কাছে। আমাদের পর্যাপ্ত ওষুধ না থাকলেও আমরাই ওখানে মূল চিকিৎসাটা দিচ্ছি। আমাদের লেখা ওষুধ অন্যান্য ক্যাম্প থেকেও দিয়ে দিচ্ছে। অনেক ক্যাম্প ও সংস্থা খোঁজ নিয়ে নিজে থেকে আমাদের ক্যাম্পের জন্য প্রতিদিন ওষুধ দিয়ে যেতেন। রোগীরা সুস্থ হয়ে পরের দিন আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাসূচক নমস্কার করে গেছেন।

এর আগে বেশ কিছু মেডিকেল ক্যাম্প আমি করেছি কিন্তু সিংঘুর এই ক্যাম্প সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে কৃষকদের যে মমত্ব, তেজস্বিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, একতা দেখে এলাম তা মনকে নাড়া দেয়।

ডাঃ কল্যাণব্রত ঘোষ,
কলকাতা

আন্দোলন চলবে ঘোষণা কৃষকদের

একের পাতার পর

যা করা হচ্ছে তা কৃষকদের স্বার্থেই করা হচ্ছে। ওদের এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। কৃষকরা ওদের চালাকি ধরে ফেলেছেন। তাঁরা বিজেপি সরকারের সমস্ত দমনপীড়ন অগ্রাহ্য করে, প্রবল শীত উপেক্ষা করে দিল্লির রাজপথে বসে আছেন এবং ঘোষণা করেছেন যত দিন তিনটি কালা কানুন ও বিদ্যুৎ বিল-২০২০ প্রত্যাহার না করা হবে ততদিন তাঁরা রাজপথে বসে থাকবেন। এ জন্য যত মূল্য দিতে হোক— তাঁরা প্রস্তুত।

বিজেপি সরকার ভেবেছিল, কৃষকরা খুব বেশি দিন বসে থাকতে পারবে না। বসে থেকে থেকে হতাশ হয়ে ওরা ঘরে ফিরে যাবে। এই জন্য ওরা কালহরণের কৌশল নিয়েছিল। ওরা কৃষকদের আলোচনায় ডেকেছে, আইনের নানা সংশোধনীর প্রস্তাব দিয়েছে। কৃষকরা বরাবরই একটা কথা বলেছেন। কোনও সংশোধনীতে কাজ হবে না। আইনের উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁদের আপত্তি। এই আইন আম্বানি, আদানি প্রমুখ কর্পোরেটদের স্বার্থে রচিত হয়েছে। এই আইনে কৃষকদের সর্বনাশ হবে। তাই এই আইনকে সংশোধন করে কোনও মতেই কৃষকদের স্বার্থবাহী করা যাবে না। একে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কিছুই কৃষকরা মানবেন না। আইন সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হলেই কৃষকরা ঘরে ফিরে যাবেন, না হলে নয়। তার জন্য যতদিন পথে বসে থাকতে হয়, তাঁরা থাকবেন।

বিজেপি সরকারের এই কাল হরণের কৌশল সফল হল না। অষ্টম রাউন্ডের বৈঠকে তারা তাই তূণীর থেকে বের করে অন্য তীর প্রয়োগ করলেন। কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর বললেন, আসুন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আমরা মেনে নেব— এই প্রশ্নে দু'পক্ষই একমত হই। সরকার সরাসরি 'সুপ্রিম কোর্ট' কার্ড খেলে আন্দোলনকারী কৃষকদের হতোদ্যম করতে চাইল। কৃষকদের জবাব— কোনও কানুনি প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা এতদিন ধরে সংগ্রাম করছেন না। তাঁরা সংগ্রাম করছেন রুটি-রুজি জীবন-জীবিকার জন্য, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং এই কারণেই তাঁরা এই সব আইনের প্রত্যাহার চাইছেন। তাঁরা কোনও কোর্টে যাননি এবং যাওয়ার সামান্য ইচ্ছাও তাঁদের নেই। মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সুপ্রিম কোর্টকে গ্রহণ করার কোনও পরিকল্পনাও তাঁদের নেই। তাঁরা সরকারের কাছে এসেছেন এবং আশা করেন, জনমতের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে সরকার এই আইন প্রত্যাহার করে নেবে।

এটাই ঘটনা— সাম্প্রতিক অতীতে জনমনে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অনেকটাই নষ্ট হয়েছে। জনমনে এই বিশ্বাস ক্রমাগত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে— দেশের কানুনি ব্যবস্থা শাসক দল ও কর্পোরেটদের মুখপাত্র ছাড়া কিছু নয়। কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করাই তাদের কাজ। আন্দোলনের ময়দানে তাই এই আওয়াজ ক্রমাগত জোরদার হচ্ছে, কোর্ট যে রায়ই দিক, দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এর কোনও ব্যত্যয় হবে না।

বহু দিক দিয়েই এই আন্দোলন অনন্য। কৃষকবিরোধী এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য যে কর্পোরেট প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করা, তা এই আন্দোলন যেমন বুঝতে পেরেছে অতীতে এ দেশে তা কখনও দেখা যায়নি। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের আর একটা স্তম্ভ কানুনি ব্যবস্থাও যে আমজনতার স্বার্থ রক্ষা করে না এই অনুভবও এই আন্দোলনের একটা বড় প্রাপ্তি।

অনেকেই ভাবছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট যদি আন্দোলনের বিপক্ষে রায় দেয় তা হলে কী হবে? কৃষকরা প্রথম থেকেই ঘোষণা করেছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। সুপ্রিম কোর্টকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলন ধ্বংস করার যে পরিকল্পনা বিজেপি সরকার করেছে তা সফল হবে না।

এই জন্য কৃষকরা আন্দোলন আরও শক্তিশালী করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ২৬ জানুয়ারি লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টর নিয়ে কৃষকরা দিল্লির বুকে তাঁদের প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করবেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে চলছে তার জোর প্রস্তুতি। দেশের সমস্ত রাজ্যে সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নামবেন। সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায় সেদিন রচিত হবে।

এই আন্দোলন এখন দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রের সশস্ত্র দমন যন্ত্রের মুখোমুখি। যে কোনও মুহূর্তে রাষ্ট্রশক্তি এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সংগ্রামী কৃষকরা তাঁদের ক্ষমতার শেষ বিন্দু দিয়ে লড়ছেন এবং লড়বেন। এই লড়াইয়ে তাঁদের পাশে আছে দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সমর্থন, আছে ছাত্র-যুব-কন্যা-জায়া-জননীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। সমস্ত আক্রমণ অগ্রাহ্য করে এই আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই। একে পরাজিত করবে সাধ্য কার!

কংগ্রেস-সিপিএম-তৃণমূল শাসকদের আক্রমণে নিহত

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গণআন্দোলনের অমর শহিদ

মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর

১. কৃপাসিন্ধু হালদার, ২. দুলাল ঝকড়, ৩. ভূপতি মণ্ডল, ৪. নিমাই পুরকাইত, ৫. সুখময় পুরকাইত, ৬. আওলাদ শেখ, ৭. পালান হালদার, ৮. উত্তম মুণ্ডা, ৯. ভক্তি জানা, ১০. আরতি জানা, ১১. পূর্ণিমা ঘোড়ুই, ১২. জগন্নাথ মান্না, ১৩. সূর্য জানা, ১৪. ঈশ্বর দাস, ১৫. সুধাংশু জানা ১৬. নিতাই হালদার।

গুড়গুড়িয়া-ভুবনেশ্বরী

১৭. গোষ্ঠ আড়ি, ১৮. নগেন মণ্ডল, ১৯. দুর্গা মুদী, ২০. সুষেন মাইতি, ২১. দিলীপ গিরি, ২২. সুবল মণ্ডল, ২৩. কৃত্তিবাস গিরি, ২৪. গোপাল ঘোষ, ২৫. মনোরঞ্জন শাসমল, ২৬. জয়দেব পাইক, ২৭. অনন্ত প্রধান।

দেউলবাড়ি

২৮. সুধীর হালদার, ২৯. ভূধর সরদার, ৩০. নুরুল ইসলাম মোল্লা, ৩১. জাকির শেখ, ৩২. আমিনদ্দিন লস্কর।

গোপালগঞ্জ

৩৩. রতিকান্ত হালদার, ৩৪. পুতুল ঘোষ, ৩৫. বাঁটুল হালদার, ৩৬. রহিমবকস সরদার, ৩৭. দিলীপ হালদার, ৩৮. অমিত হালদার, ৩৯. সুভাষ দাস, ৪০. মধুসূদন অধিকারী।

গোডাবর কুন্দখালি

৪১. গঙ্গা মণ্ডল, ৪২. শহরালি ঢালী, ৪৩. বাসুদেব হালদার।

মেরিগঞ্জ - ২

৪৪. গোপাল নস্কর, ৪৫. বিমল মণ্ডল।

মেরিগঞ্জ - ১

৪৬. মোকাররম খাঁ, ৪৭. পঞ্চু নস্কর, ৪৮. সাহাবুদ্দিন খাঁ, ৪৯. সাইফুল সরদার, ৫০. সারজেদ আলি মোল্লা, ৫১. মিলন নস্কর।

জালাবেড়িয়া - ১

৫২. জয়নাল সরদার, ৫৩. শহিদুল্লা শেখ, ৫৪. হৃদয় হালদার, ৫৫. গোবিন্দ বৈদ্য, ৫৬. আবু তাহের সরদার, ৫৭. মান্নান সরদার, ৫৮. সঈদ আলি মণ্ডল।

জালাবেড়িয়া - ২

৫৯. পাঁচু বণিক, ৬০. গোঁসাই হালদার, ৬১. আনন্দ হালদার, ৬২. বঙ্কিম মণ্ডল, ৬৩. মুছা লস্কর, ৬৪. মোবারক লস্কর, ৬৫. শ্রীকান্ত কয়াল, ৬৬. নফের লস্কর, ৬৭. অঞ্জলি নস্কর, ৬৮. সুনীল নস্কর, ৬৯. সাহেব মোল্লা, ৭০. রাম সরদার, ৭১. হরিদাস মণ্ডল।

মনিরতট

৭২. হাকিম শেখ, ৭৩. হাসেম খাঁ।

চুপড়িঝাড়া

৭৪. মুছা লস্কর, ৭৫. অম্বিক মণ্ডল, ৭৬. আবেদালি সেখ, ৭৭. শশধর বর।

নলগোড়া

৭৮. অশোক হালদার, ৭৯. মোসলেম মিস্ত্রী, ৮০. পাদ্রীক বৈদ্য, ৮১. দুলাল বৈরাগী।

বাইশহাটা

৮২. আমিরালি হালদার, ৮৩. আব্দুল ওহাব মোল্লা, ৮৪. ফয়জদ্দিন লস্কর, ৮৫. তাহেরালি শেখ, ৮৬. আয়ুব শেখ, ৮৭. মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, ৮৮. আরশেদ গাজী, ৮৯. আসরাফ শেখ।

বেলে দুর্গানগর

৯০. জয়নাল খাঁ, ৯১. জামাত খাঁ, ৯২. মোকসেদ আলি খাঁ, ৯৩. জুব্বার খাঁ, ৯৪. আলেম খাঁ, ৯৫. রুহুল আমিন খাঁ, ৯৬. সওকাৎ খাঁ, ৯৭. মানিক হালদার, ৯৮. জনাব খাঁ, ৯৯. প্রভাস বৈদ্য, ১০০. প্রফুল্ল বৈদ্য, ১০১. গীতা ঘরামী, ১০২. ইন্দ্রজিৎ নস্কর, ১০৩. অমূল্য নস্কর।

বামনগাছি

১০৪. ধনঞ্জয় নস্কর, ১০৫. ইয়াকুব মোল্লা, ১০৬. তোয়েব মোল্লা, ১০৭. আহাদালি সরদার, ১০৮. জাহাঙ্গীর সরদার, ১০৯. লতিফ হালদার, ১১০. ইব্রাহিম মোল্লা, ১১১. বিরূপাক্ষ মণ্ডল।

চালতাবেড়িয়া

১১২. সালাম লস্কর, ১১৩. কার্তিক মণ্ডল, ১১৪. খোদাবকস মোল্লা, ১১৫. মজিদ মোল্লা, ১১৬. বিশ্বনাথ বৈদ্য, ১১৭. গৌরাঙ্গ মণ্ডল।

ঢোষাচন্দনেশ্বর

১১৮. দয়াল মণ্ডল, ১১৯. স্বয়ম্বর মণ্ডল, ১২০. বলরাম মণ্ডল, ১২১. রামপ্রসাদ হালদার, ১২২. সাধন মণ্ডল, ১২৩. গোবিন্দ হালদার, ১২৪. মনিরুল সরদার, ১২৫. হাসেম সরদার, ১২৬. জাকির সরদার, ১২৭. আলিহোসেন হালদার।

গড়দেওয়ান

১২৮. রাধাকান্ত প্রামাণিক, ১২৯. মনসুর মণ্ডল, ১৩০. সফিউল্লা বৈদ্য।

মায়াহউড়ি

১৩১. বিদ্যাধর হালদার, ১৩২. অমল হালদার।

রাজাপুর করাবেগ

১৩৩. মধুসূদন নাইয়া, ১৩৪. মদিনা মণ্ডল, ১৩৫. মর্জিনা পৈলান, ১৩৬. আসরাফ সরদার।

হরিনারায়ণপুর

১৩৭. শহিদুল লস্কর।

কঙ্কনদিঘী

১৩৮. জ্যোতিষ হালদার, ১৩৯. সুদর্শন মাইতি, ১৪০. কালীপদ সরদার, ১৪১. পুলিন শিকারী, ১৪২. ইদ্রিশ শেখ, ১৪৩. দশরথ বর, ১৪৪. মাধাই মুদি, ১৪৫. সন্তোষ মণ্ডল, ১৪৬. গৌর সরদার।

রায়দিঘী

১৪৭. করালী মোহন মাঝি।

কুমড়োপাড়া

১৪৮. সূর্যকান্ত মণ্ডল, ১৪৯. তুলসী হালদার।

রাধাকান্তপুর

১৫০. মাধাই হালদার, ১৫১. সঞ্জয় পুরকাইত।

জগদীশপুর

১৫২. বিভূতি হালদার।

শংকরপুর

১৫৩. ইলিয়াস পুরকাইত, ১৫৪. ইউসুফ মোল্লা, ১৫৫. আজিজ রহমান পুরকাইত।

দক্ষিণ লক্ষ্মীনারায়ণপুর

১৫৬. অনুকুল পাইক।

কৌতলা

১৫৭. দিলীপ হালদার।

আবাদ ভগবানপুর

১৫৮. মন্মথ হালদার।

গাববেড়িয়া

১৫৯. প্রফুল্ল ঘরামী, ১৬০. মোহন পাইক।

দিগম্বরপুর

১৬১. শান্তিরাম সরদার।

পূর্ণচন্দ্রপুর

১৬২. জেহেন আলি মোল্লা।

গোপালপুর

১৬৩. সুজাউদ্দিন আখন্দ, ১৬৪. কাজেম আলি লস্কর, ১৬৫. আহাদ আলি জমাদার, ১৬৬. এরাদালি সরদার, ১৬৭. নবকুমার মণ্ডল, ১৬৮. ইয়াকুব লস্কর, ১৬৯. কুচো সরদার, ১৭০. পাঁচু সরদার, ১৭১. গোলক মণ্ডল, ১৭২. সিদ্দিক সরদার।

নিকারিঘাটা

১৭৩. কানাই মণ্ডল, ১৭৪. নুর আলি শেখ।

ইটখোলা

১৭৫. ইয়াকুব মোল্লা, ১৭৬. নুরহোসেন গাজী, ১৭৭. সাজেদ আলি মোল্লা, ১৭৮. সুধীর নস্কর, ১৭৯. ছবিরানী মাঝি।

দাঁড়িয়া

১৮০. সাববাজ মোল্লা।

ক্যানিং-২

১৮১. বাতেন মোল্লা।

ভরতগড়

১৮২. জহরালি লস্কর।

ঝড়খালি

১৮৩. প্রশান্ত গোলদার, ১৮৪. কৃষ্ণপদ মণ্ডল।

শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

ত্রিপুরায় শিক্ষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়াল এআইএমএসএস

রাজ্যের বিজেপি সরকার ১০ হাজার শিক্ষক ছাঁটাই করেছে। এর প্রতিবাদে প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করে শিক্ষকদের অবস্থান আন্দোলন চলছে। কিন্তু সরকার কর্ণপাতই করছে না। এর তীব্র সমালোচনা করে এবং দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ২ জানুয়ারি আগরতলায় এ আই এম এস এস মিছিল করে।

আসামে ছাত্র-যুব-মহিলা কনভেনশন

বিজেপি শাসিত আসামে নারীর নিরাপত্তা নেই। ধর্ষণ, প্রমাণ লোপাটে খুন ঘটেই চলেছে। বাড়ছে অশ্লীলতা ও মদের প্রসার। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ডিএসও, ডিওয়াইও এবং এমএসএস-এর একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় তেজপুরে ৪ জানুয়ারি।

কৃষি আইনের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়িতে মিছিল

কর্পোরেটপন্থী কৃষি আইন ও শ্রম আইন, জাতীয় শিক্ষানীতি, মদের ঢালাও লাইসেন্স সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৫ জানুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে। নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ঘোষ প্রমুখ। সমাজপাড়া মোড়ের জনসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাম ঐক্যের জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের জোট গঠনের সমালোচনা করেন।

বিষ্ণুপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ধরনা ও ডেপুটেশন

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ডিভিশনে অ্যাবেকার ডাকে ৬ জানুয়ারি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সর্বনাশা তিনটি কৃষি আইন ও জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২০ সম্পূর্ণ বাতিলের দাবিতে ধরনা ও বিক্ষোভ হয়। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সহ রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দিল্লির সিংঘু সীমান্তের কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তার জন্য এই ধরনা মঞ্চ থেকেও তহবিল সংগৃহীত হয়। সর্বশেষে আন্দোলনের সমর্থনে শহরে সুসজ্জিত মিছিল হয়। দশ জনের প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ ডিভিশন আধিকারিককে স্মারকলিপি দেন।

দিল্লিতে চাষিদের পাশে এআইডিওয়াইও

দিল্লির সিংঘু বর্ডারে আন্দোলনরত চাষিদের সমর্থনে সভা এবং মিছিল করল এআইডিওয়াইও। ৮ জানুয়ারি সিংঘু বর্ডারের মূল প্রতিবাদস্থলের কাছে সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড রামনজনাপ্পা আলদালি। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সহসভাপতি বিশ্বজিৎ হারোড়ে। সভা থেকে মিছিল শুরু হয়। প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তার নানা স্থানে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনবিরোধী তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে স্লোগান মুখরিত এই মিছিলে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত সঙ্গীতগোষ্ঠী গান পরিবেশন করে। মিছিলের শেষে চাষি আন্দোলনের বিষয়ে একটি নাটক প্রদর্শন করা হয়।

ছত্তিশগড়ে মদ বিরোধী আন্দোলনের জয়

ছত্তিশগড়ে দুরগের তিতুরডিতে এআইএমএসএস, এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও-র নেতৃত্বে মদের দোকান বন্ধের দাবিতে টানা ১৩ বছর ধরে আন্দোলন চলেছে। অবশেষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মদের দোকান বন্ধের আদেশ জারি করা হয়। আন্দোলনের এই জয়ে এলাকায় বিজয় মিছিল হয়।

উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণ ও নৃশংস খুন

প্রতিবাদে বিক্ষোভ

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ ঃ উত্তরপ্রদেশের বদায়ুঁতে বছর পঞ্চাশের এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে গণধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করে মন্দিরের এক পুরোহিত ও তার দুই সাগরেদ। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ধর্ষিতার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং স্কিম ওয়ার্কারদের নিরাপত্তার দাবিতে স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ডাকে ৮ জানুয়ারি ধিক্কার দিবস পালিত হয় সারা দেশে। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এদিন বিভিন্ন পৌরসভায় কালো ব্যাজ পরিধান, নীরবতা পালন, মোমবাতি জ্বালানোর মধ্য দিয়ে ধিক্কার দিবস পালিত হয়। উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা রাস্তা অবরোধও করেন। বর্ধমান পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন। দুর্গাপুর পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ছাত্র যুব মহিলা প্রতিবাদ ঃ এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ৭ জানুয়ারি এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কুশ পুতুল পোড়ায়।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রতিবাদ ঃ ওয়েস্টবেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে ধিক্কার জানানো হয়। শোকবেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান নেতৃবৃন্দ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com